শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

জীবননগর উপজেলা পরিষদের জানুয়ারী-২০২১খ্রিঃ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি ঃ জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
তারিখ ঃ ১৪-০১-২০২১খ্রিঃ, সময় ঃ বেলা- ১০:৩০ ঘটিকা।
স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ
সভা নং ঃ ০৭/২০২০-২১ অর্থবছর।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ পরিশিষ্ট - ক

সভার শুরুতে সভাপতি জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে স্বাগত জানান। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোছাঃ আয়েশা সুলতানা এবং ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আঃ সালাম সভায় উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব এস. এম. মুনিম লিংকন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

ঃ সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	গত ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়।	সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে সভায় সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	-
০২	উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ অফিসার ইনচার্জ, জীবননগর থানা বলেন যে, গত ১৫-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখে উথলী সোনালি ব্যাংক শাখায় বেলা- ১:১০ ঘটিকার সময় ০৩ জন দুরবিত্ত অস্ত্রের মুখে ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরীসহ সবাইকে জিম্মি করে নগদ ৮,৮২,৯০০/- (আট লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত) টাকা লুট করে নিয়ে যায়। এই ছিনতায়কারি ধরা পড়েছে। সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়দের অনুরোধ করছি আপনাদের ইউনিয়নে যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে অবশ্যই সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে নিবেন। আমরা ওসি ভিটেপাটি গঠন করেছি। গত বার ভিটেপাটি গঠন করে ডাকাতি, চুরি এবং অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে দিক থেকে আমরা সবাই সতর্ক থাকবো। যারা ভিটেপাটি গঠন করেননি তারা ভিটেপাটি গঠন করবেন। আমাদের টহল নিয়মিত চলছে এবং মাদক বিরোধী অভিযান চলমান আছে।	উপজেলা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ভালো রাখা এবং মাদক বিরোধি অভিযান চলমান রাখার জন্য অফিসার ইনচার্জ, জীবননগর থানাকে অনুরোধ করা হয় এবং সকল ইউনিয়নের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের অনুরোধ করা হয়।	অফিসার ইনচার্জ, জীবননগর থানা।
০৩	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার বলেন যে, গত ০৮-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে - (ক) আজ আমার এই উপজেলার শেষ সভা। আমি গত ৩০-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে যোগদান করেছি। আমার পদোন্নতি হয়েছে। আমার পদবী সহকারি পরিচালক, স্কুল হেল্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালি, ঢাকা। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের সর্ব্বোচ্চ সেবা দেওয়ার জন্য। আর এই সেবা দিতে গিয়ে যদি কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।	(ক) গত এক বছর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সঠিক ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	মেয়র, জীবননগর পৌরসভা, চেয়ারম্যান, আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার।

	(খ) আব্দুলবাড়ীয় নবনির্মিত উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত ঃ আব্দুলবাড়ীয় উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পুরাতন ভবনের পাশেই নতুন ভবনসহ সীমানা প্রাচীর নির্মান ও মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্ত ভবনের সামনে সীমানা প্রাচীর ও প্রধান সড়ক সংলগ্ন খালি জায়গায় বিভিন্নজন মাইক্রো ষ্ট্যান্ড হিসাবে ব্যবহার করছে এবং একটি মহল উক্ত জায়গা দখল করার বিষয়ে তৎপর আছে। বিধায় উক্ত খালি জায়গায় আগত সেবা গ্রহনকারীদের বসার জন্য সিমেন্টের বেঞ্চ তৈরীর মাধ্যমে জায়গাটি সংরক্ষণের জন্য বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন।	(খ) আব্দুলবাড়ীয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সিমেন্টের বেঞ্চ তৈরীর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য চেয়ারম্যান, আব্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদকে অনুরোধ করা হয়।	
	(গ) প্রধান সড়ক থেকে ফুল বাগান (গোল চত্বর) পর্যন্ত রাস্তা মেরামত সংক্রান্ত ঃ বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির কারনে প্রায়ই হাসপাতালের গেট সংলগ্ন প্রধান সড়ক থেকে ফুল বাগান (গোল চত্বর) পর্যন্ত রাস্তাটি পানিতে ডুবে থাকে। অতি সত্বর উক্ত রাস্তাটি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন।	(গ) উক্ত রাস্তাটি মেরামতের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মেয়র, জীবননগর পৌরসভাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	
	(ঘ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত ঃ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ড্রেন এবং ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার না করায় প্রায়ই দূর্গন্ধ ছড়ায় এবং মশা মাছি জন্মে সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটছে।	(ঘ) উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মেয়র, জীবননগর পৌরসভাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	
	(ঙ) নিরাপত্তা প্রহরী, কুক ও আয়া সংক্রান্ত ঃ বর্তমানে অত্র স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাপত্তা প্রহরী, কুক ও আয়া পদ শুন্য থাকায় সেবা গ্রহীতাদের যথাযথ সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না এবং প্রায়ই অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে থাকে। বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে সমাধানের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন।	(ঙ) উক্ত বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করানোর জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	
০৪	<u>উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ঃ</u> উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, গত ০৮-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠ ও স্বাভাবিকভাবে চলছে।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করায় উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার।
০৫	<u>উপজেলা কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ</u> উপজেলা কৃষি অফিসার বলেন যে, গত ২৯-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে - আমাদের বোরো রোপন শুরু হয়েছে এবং সার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে। গত মাসে রায়পুর ইউনিয়নের যে অভিযোগটি ছিল তিনি হাসাদাহ ইউনিয়নে ছিল রাসেল এন্টার প্রাইজ। সে তার ত্যাগকৃত রায়পুর ইউনিয়নে চলে গিয়েছে। আমাদের বাকি ডিলারাও যে যেখানে ত্যাগকৃত আছেন কয়েকজন কিছুদিন সময় চেয়েছেন বাকিরা সবাই চলে গিয়েছেন। এরপরও যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা আমাদেরকে জানাবেন। হাসাদাহ ইউনিয়নে আমাদের এসও কোয়াটার আছে। আমাদের না জানিয়ে সেখানে একটি পরিবার বসবাস করছে। এসও কোয়াটারটি খুবই ঝুকিপূর্ণ এবং অরক্ষিত। কেউ যদি সেখানে বসবাস শুরু করে তাহলে সে সেখানেই থেকে যায়। ওখানে বসবাস করার আগে আমাদের অবশ্যই জানাতে হবে। আমাদেরকে না জানিয়ে কোয়াটারে	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করায় উপজেলা কৃষি অফিসারকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং হাসাদাহ ইউনিয়নের এসও কোয়াটারের বিষয়ে বিধিগত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কৃষি অফিসার, জীবননগর।

	বসবাস করা ঠিক না। উক্ত বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতা কামনা করেন। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।		
০৬	উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ মৎস্য বিভাগীয় ঃ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন যে, গত ১১-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে, আজ আমার এই উপজেলার শেষ মাসিক সাধারণ সভা। আমি এই উপজেলায় প্রায় ছয় বছর কর্মরত আছি। এই দীর্ঘ সময় আপনাদের সাথে নিয়ে চলেছি। আপনাদের কাছে আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আপনারা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। এই চাকুরি করা কালিন সময়ে আপনাদের কাছে যদি কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমার নতুন কর্মস্থল ঝিনাইদহ। পরিষদের সকলকে ধন্যবাদ।	গত ছয় বছর উপজেলা মৎস্য অফিসে সঠিক ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করায় সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর।
০৭	উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ ঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসারকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, জীবননগর।
০৮	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা প্রকৌশলী বলেন যে, ২০২০-২১খ্রিঃ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত এডিপি তহবিল এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের বিপরীতে নীতিমালার আলোকে ইউপি চেয়ারম্যানগণ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পগুলি গত ০৭-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। সেই প্রেক্ষিতে দরপত্র ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলি প্রাক্কলনের প্রস্তুতের কাজ চলিতেছে।	উক্ত আলোচনান্তে দ্রুত প্রাক্কলন প্রস্তুত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বাস্তবায়িত কাজগুলি নিবিড় তদারকি করতে হবে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, জীবননগর।
০৯	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর (ইউডিএফ) বলেন যে - ২০১৯-২০ অর্থবছরের উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে বরাদ্দকৃত ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার সক্ষমতা উন্নয়নের ০৬টি উপ-প্রকল্প এবং ৩৯,৯৮,২০০.০০ + ভ্যাট ও ট্যাক্স- ৪,৪১,৮০০.০০ = মোট- ৪৪,৪০,০০০.০০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার বিপরীতে গৃহীত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের ০৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলনের প্রস্তুতের কাজ চলিতেছে।	উক্ত আলোচনান্তে সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্পগুলি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্পগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে লক্ষ্যে PMU বরাবর উপ-প্রকল্পগুলির কাগজ পত্র বিধি মোতাবেক জমা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরকে উক্ত উপ-প্রকল্পের কাগজপত্রগুলি উল্লেখিত তারিখের আগে ইউডিএফ এর বরারব প্রেরন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সভাপতি, দপ্তর সমুহ এবং ইউডিএফ।
১০	উপজেলা সমাজ কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম	উক্ত ভাতা কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ইউনিয়ন	উপজেলা সমাজসেবা

	স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়দের বলেন যে - প্রতিবন্ধি যাচাই এর যে সমস্যা ছিল আগে দুইটি পর্যায়ে করা হয়েছে। আপনাদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। আগামি ১৮-০১-২০২০খ্রিঃ তারিখে তালিকা অনুযায়ী পরিক্ষা নিরিক্ষা করা হবে। আপনারা সবাইকে পাঠিয়ে দিবেন। তারা যদি প্রতিবন্ধি হিসেবে বিবেচিত হয় তাদেরকে ভাতা কার্যক্রম চালু রাখা হবে। যারা যাচাই করে বাতিল হবে তাদের পরিবর্তে নতুন করে ভাতা ভোগি নির্ধারণ করতে হবে। এবিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	পরিষদের চেয়ারম্যানগণসহ পরিষদের সকল সদস্যদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	অফিসার, জীবননগর।
১১	<u>উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	নিয়মিতভাবে উক্ত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, জীবননগর।
১২	<u>উপজেলা সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	নিয়মিতভাবে উক্ত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, জীবননগর।
১৩	<u>উপজেলা পরিবেশ ও বন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। গত ০৭-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ ও বন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- বৃক্ষ রোপনে প্রধান মন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০২০ প্রদানে ১০ টি শ্রেণিতে ও বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিব বণ্যপ্রাণি সংরক্ষণ জাতীয় পুরস্কার ২০২১ প্রদানে ০৩টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। এব্যপারে সভার মাধ্যমে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং নার্সারী মালিকগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করার বিষয়ে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিব বণ্যপ্রাণি সংরক্ষণ জাতীয় পুরস্কার ২০২১ প্রদানে উপর কোন আবেদন পত্র পাওয়া যায়নি। বৃক্ষ রোপনে উপর আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। আবেদন পত্র যাচাই-বাছাই করে বৃক্ষ রোপনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পুরস্কারের জন্য ০৩টি আবেদন এবং নার্সারির ক্ষেত্রে ০৩টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। আবেদন পত্র গুলি যাচাই-বাছাই করে জেলা কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পাঠানো যেতে পারে। উক্ত ~~বিষয়ে~~ সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় বৃক্ষ রোপনে প্রধান মন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০২০ প্রদানের আবেদন পত্র যাচাই-বাছাই করে বৃক্ষ রোপনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পুরস্কারের জন্য ০৩টি আবেদন এবং নার্সারির ক্ষেত্রে ০৩টি আবেদন পত্র জেলা কমিটিতে অনুমোদনের বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জীবননগরকে অনুরোধ করা হয়।	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জীবননগর।
১৪	<u>উপজেলা মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বলেন যে, গত ১১-০১-২০২১খ্রিঃ তারিখে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- (ক) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধির লক্ষে উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের (মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন করা প্রয়োজন এবং উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি কক্ষে পাঠদান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ডিজিটাল কন্টেন প্রদর্শনের জন্য প্রজেক্টর ও ল্যাবটপ সরবরাহ করা জরুরী। (খ) উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের (মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২১ সালে বিনামূল্যে পাঠ্যবই ৫৩% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	(ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্প গ্রহন করা শেষ উক্ত বিষয়গুলি আগামী অর্থবছরে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। (খ) অবশিষ্ঠ বই পাওয়া মাত্রই সুষ্ঠু ভাবে বিতরণের	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জীবননগর।

	বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ঠ বই সরবরাহ পাইলে যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে এবং উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর অর্থায়নে ১৪ (চৌদ্দ) টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট- ১৩৭ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়েছে। এজন্য উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	
১৫	<u>উপজেলা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার বলেন যে, গত ০৫-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে, করোনার কারনে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। এই সময়ে আমরা সফল ভাবে বই বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছি। এইবার শ্রেণী পরিক্ষা নাই। ১ম থেকে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত মোটামোটি অটোপাস বলা যায়। বর্তমানে জীবননগর উপজেলায় ২০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর উপবৃত্তির জন্য ডাটাবেজ করা লাগছে। আগে উপবৃত্তি রুপালী ব্যাংক শিওর ক্যাশের মাধ্যমে দেওয়া হত। ২০২০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২০ সালের ৩ কিস্তিতে নগদের মাধ্যমে করা হবে। পোষ্ট অফিসের নগদের মাধ্যমে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ডাটাবেজটি করতে গেলে সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। জন্ম নিবন্ধন সব অফিস করার ক্ষেত্রে বর্তমানে সার্ভারগুলি বন্ধ আছে। এক্ষেত্রে আমরা প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। অনলাইনে ইএফটির মাধ্যমে আমাদের অফিসের সকল কর্মচারিদের বেতন বিল আমরা ইতোমধ্যে চালু করেছি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও ইএফটির মাধ্যমে দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।	সকল কাজ সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এধারা অব্যহত রাখার জন্য সভায় উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে অনুরোধ জানানো হয়।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জীবননগর।
১৬	<u>উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। গত ১২-০১-২০২১খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- (ক) গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমিতি/দল গঠন, পুঁজি গঠন, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, স্যানিটেশনে উদ্বুদ্ধ করা, সদস্যদের আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে ঋণ সহায়তা প্রদান করা। তিনি সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে শেয়ার আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ০.৬৫ লক্ষ টাকা, ডিসেম্বর-২০২০ মাসে অগ্রগতি ০.৩৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ১০.৪৮ লক্ষ টাকা, এ পর্যন্ত আদায় ৭.০১ লক্ষ টাকা, ঋণ বিতরণের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ২৫০.৭৫ লক্ষ টাকা, এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমান ১৭৯.৭৫ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ২৪৮.৮১ লক্ষ টাকা, আদায়ের পরিমান ১৮৬.০৩ লক্ষ টাকা। বার্ষিক আদায়ের হার ৭৪% এবং ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার ৯৪%। অত্র দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের মোট খেলাপী ঋণের পরিমান ৯৮.১৯ লক্ষ টাকা। তিনি সভায় খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতা কামনা করেন।	(ক) উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের বিষয়ে বিধিগত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, জীবননগর।
	(খ) উপজেলা থেকে কোন কর্মকর্তা যদি বিদায় নেয় এবং অত্র উপজেলায় যোগদান করেন তাহলে সেই কর্মকর্তাকে উপজেলার পক্ষ থেকে	(খ) উক্ত বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ব্যবস্থা	চেয়ারম্যান, উপজেলা

	আনুষ্ঠানিক ভাবে ফুল দিয়ে বিদায়/গ্রহন করে নেওয়ার জন্য সভায় প্রস্তাবসহ উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারকে উক্ত বিষয়ে বিবেচনার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	**গ্রহন করবেন।**	পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর।
১৭	উপজেলা পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ঃ উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। চলতি ২০২০-২১খ্রিঃ অর্থবছরে শেয়ার আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ০.৭২ লক্ষ টাকা, ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসে অগ্রগতি ০.২৭ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ৩.২৮ লক্ষ টাকা, এ পর্যন্ত আদায় ০.৮৩ লক্ষ টাকা, ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা ১৪০.৪৭ লক্ষ টাকা, এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমান ৩৮.২৯ লক্ষ টাকা। বছরে ঋণ আদায়ের লক্ষমাত্রা ১৪২.৩৪ লক্ষ টাকা, আদায়ের পরিমান ৪৩.২৬ লক্ষ টাকা। বার্ষিক আদায়ের হার ৫২% এবং ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার ৯৫%। বর্তমানে খেলাপী ঋণের পরিমান ৩৯.৩৫ লক্ষ টাকা। তিনি সভায় খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতা কামনা করেন।	উক্ত খেলাপী **ঋণ আদায়ের** বিষয়ে বিধিগত **পরবর্তী** পদক্ষেপ গ্রহণের **জন্য** উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা, জীবননগর।
১৮	উপজেলা সমবায় বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ঃ উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। মনোহরপুর আশ্রায়ন প্রকল্পে উপকারভোগীদের নিকট পাওনা ঋণের পরিমান ১৪,৮২,৮৪০/- টাকা। এ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের পরিমান ৮,৬৫,৩৫২/-টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৬০%। উল্লেখ্য ঋণ গ্রহণ পূর্বক ব্যারাক ত্যাগকারী সদস্যদের নিকট পাওনা ঋণের পরিমান ৪,৪৪,১২৩/- টাকা এবং মৃত সদস্যদের নিকট পাওনা ঋণের পরিমান ২৬,২৮২/- টাকা। ব্যারাকে অবস্থানকারী সদস্যরা নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছে। ঋণ আদায়ের অগ্রগতি পূর্বের তুলনাই মোটামুটি সন্তোষজনক।	উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের বিষয়ে বিধিগত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা সমবায় অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা সমবায় অফিসার, জীবননগর।
১৯	আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ঃ উপজেলা সমন্বয়কারী, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে ২০২০-২১খ্রিঃ অর্থবছরে দলগঠন ক্রমপুঞ্জিত ১১৩ টি, সদস্য সঞ্চয় জমার লক্ষমাত্রা ২০.০০ লক্ষ টাকা, ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ অগ্রগতি হয়েছে ১২.৭৯ লক্ষ ক্রমপুঞ্জিত ১০৮.০৮ লক্ষ টাকা। কর্জ বিতরণের লক্ষমাত্রা ২৪০.০০ লক্ষ টাকা। অর্জন হয়েছে ১০৭.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৫০৮.৫০ লক্ষ টাকা। কর্জ আদায়ের লক্ষমাত্রা ২৪০.০০ লক্ষ টাকা, আদায় হয়েছে ৬৭.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত আদায় ২২৪.৬৭ লক্ষ টাকা। তিনি সভায় খেলাপী ঋণ আদায়ে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতা কামনা করেন।	উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের বিষয়ে বিধিগত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমন্বয়কারী আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প-কে অনুরোধ করা হয়।	সমন্বয়কারী আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, জীবননগর।
২০	উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রমঃ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা বলেন যে, গত ১০-০১-২০২১খ্রিঃ তারিখে বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- বাজারে নৃত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কোন সংকট নেই। নিত্যপণ্য সামগ্রীর বাজার মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। বাজারে পর্যাপ্ত শীতের সবজী থাকায় সবজীর দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়	উপজেলা বাজার মনিটরিং কমিটির নিবিড় তত্তাবধানে দ্রব্য মূল্য স্থিতি রাখছে কিনা, দ্রব্য মূল্য অবৈধ মজুদ রাখছে কিনা, দ্রব্য মূল্যের মূল্য তালিকা টাঙাছে কিনা, অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যপণ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যবৃন্দ।

	ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। গত পনের দিন আগে খোলা আটার দাম কেজিতে ২/= টাকা বেড়ে ২৮/= থেকে ২৯/= টাকা হলেও এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার ২৭/= টাকায় নেমে এসেছে। সরকারী খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। বিদেশ থেকেও চাল ও গম আমদানী অব্যাহত রয়েছে। সরকারী ভাবে মজুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সরকারের নানাবিধ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় বর্তমানে চালের বাজার মূল্য স্বাভাবিক রয়েছে। নিত্য পণ্য সামগ্রীর বাজার মূল্য স্বাভাবিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকার ইতিমধ্যে নানাবিধ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এরই অংশ হিসাবে বন্যা ও দূর্যোগ প্রবণ এলাকায়, শিল্প এলাকা, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে ওএমএস এর মাধ্যমে চাল, আটা বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ জানান যে, বিক্রেতা বা ব্যবসায়ীগণ যেন পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরী ও অবৈধ ভাবে মজুত গড়ে তুলে যেন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সে দিকে কড়া নজরদারীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। পণ্যের সঠিক ওজন নিশ্চিত করতে হলে সব ধরনের ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাকে ডিজিটাল ওজন স্কেলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সভায় আরও জানান যে, ব্যবসায়ীরা যেন ইচ্ছামত পণ্যের মূল্য নির্ধারন করে সাধারণ মানুষের ঠকাতে না পারে সেজন্য প্রতিটি দোকানে মূল্য তালিকা টাঙানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদারগণ যেন পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরী ও অবৈধ মজুত গড়ে তুলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে তার জন্য নিত্য পণ্য সামগ্রী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে মাঝে মাঝে মতবিনিময়সহ বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	ভেজাল ও ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিচ্ছে কিনা, অবৈধ ভাবে স্ট্রক করছে কিনা এবিষয়ে সকলকে ভূমিকা রাখার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ঠ সকলকে অনুরোধ করা হয়।	
২১	<u>উপজেলা যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন যে, গত ১২-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	বিভাগিয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করায় উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, জীবননগর।
২২	<u>উপজেলা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বলেন যে, তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। গত ০৬-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- (ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরে অত্র উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নে সর্বমোট ৫৯২ জনের ভাতাভোগীদের জুন-২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতি ইউনিয়নে ৪৫ জন হিসাবে বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। যাচাই বাছাই এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও চলতি অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচী (আই.জি.এ) প্রকল্পের ব্লকবাটিক ও বিউটিফিকেশন ট্রেড গত ২৬ মার্চ হতে কোভিড-২০১৯ এর জন্য অত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ ছিল। সদর দপ্তরের নির্দেশনা সাপেক্ষে অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ হতে (আই.জি.এ) প্রকল্পের ব্লকবাটিক ও বিউটিফিকেশন ট্রেড চালু করা হয়েছে এবং অত্র কিশোর কিশোরী ক্লাব গত ২৬ মার্চ হতে কোভিড-২০১৯ এর জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ ছিল। চলতি মাসে কিশোর কিশোরী ক্লাব চালু হয়েছে। বিষয়গুলি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জীবননগর।

	(খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জীবননগর কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রতি তিন মাসে ৩০ জন করে বছরে ১২০ জন দুঃস্থ, অসহায় মহিলাদের (বৃত্তিমূলক) দর্জি ও এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ পুনরায় চলমান। অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। দপ্তরে সেলাই মেশিন পর্যাপ্ত বা চাহিদা অনুযায়ী না থাকায় দর্জি (সেলাই) প্রশিক্ষণ কাজ যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। ০৩টি সেলাই মেশিন আছে তার মধ্যে ০২টি সেলাই মেশিন নষ্ট। ০১টি সেলাই মেশিন দিয়ে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই অসাধ্য হয়ে পড়েছে। উপজেলা পরিষদ হতে ০৫টি সেলাই মেশিনের ব্যবস্থা করা হলে দর্জি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভালভাবে চলবে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী মহিলারা দর্জির কাজ করে নিজেরা সাবলম্বি হতে পারবে। তাছাড়া ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী বসার ও সেলাই মেশিন রাখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(খ) উক্ত সেলাই মেশিনের বিষয়ে চলতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) তহবিলের বরাদ্দ হইতে প্রকল্প গ্রহনের সময় আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।	
২৩	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ জনাব ফিরোজ আহমেদ রানা, এস.এ.এস. সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস বলেন যে, তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে - গত মাসিক সাধারণ সভায় বলা হয়েছিল সকল কর্মচারিদের বেতন ইএফটিতে করার জন্য। ইতোমধ্যে ০৫টি ছোট ছোট অফিসকে ইএফটির আওতায় আনা হয়েছে। আগামি মার্চ মাসের মধ্যে সকল কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ইএফটির মাধ্যমে হবে।	সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ইএফটির আওতায় আনার জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, জীবননগর।
২৪	উপজেলা জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বলেন যে, গত ২৮-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- জীবননগর উপজেলার সার্বিক স্যানিটেশন অবস্থা সন্তোষজনক। তিনি আরো জানান যে, **"সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প"** এর আওতায় জীবননগর উপজেলার যেকোন একটি ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই (প্রয়োজনবোধে ট্রিটমেন্ট প্লাট) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এমতাবস্থায় অত্র উপজেলা হতে ২/৩ টি সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সে মোতাবেক নিম্নে ০৫টি স্থানের প্রস্তাব করা হয়। (০১) আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের আন্দুলবাড়ীয়া বাজারে। (০২) বাঁকা ইউনিয়নের ঘোসনগর গ্রামে। (০৩) মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালি ০৬ (ছয়) নং ওয়ার্ডে। (০৪) কেডিকে ইউনিয়নের খয়েরহুদা পূর্ব পাড়া। (০৫) সীমান্ত ইউনিয়নের গয়েশপুর গ্রামে।	নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই (প্রয়োজনবোধে ট্রিটমেন্ট প্লাট) প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান নির্বাচন করে (যেখানে পানির গুনাগুন ভালো না সেখানে) বাস্তবায়নের জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জীবননগর।
২৫	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা বলেন যে, তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে মর্মে সভাকে জানান। আমাদের করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ ছিল। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। যেমন- ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ০২জন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ০৪জন এবং সেলাই ও ফ্যাশান ডিজাইনে প্রশিক্ষণের জন্য	উক্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করায় উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা আনসার ও

৩৪	চেয়ারম্যান, আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, মেইন রাস্তার উপর ইট ভাটার গাড়ী অত্যন্ত গতিতে চালানো হয় এবং গাড়ীতে অধিক মাটি লোড করার কারনে রাস্তার উপর মাটি পড়তে পড়তে যায়। যা বৃষ্টি হলে মানুষের চলাচলের সমস্যাসহ দূরঘটনা সৃষ্টি হবে। উক্ত ইট ভাটার মালিকদের ডেকে সতর্ক করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারকে সভায় অনুরোধ করা হয়।	উক্ত ইট ভাটার মালিকদের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর।
৩৫	চেয়ারম্যান, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, আমার ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।	পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করায় চেয়ারম্যান, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	চেয়ারম্যান, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর।
৩৬	চেয়ারম্যান, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, আমার ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।	পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করায় চেয়ারম্যান, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	চেয়ারম্যান, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর।
৩৭	চেয়ারম্যান,. হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, আমার ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।	পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করায় চেয়ারম্যান, হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	চেয়ারম্যান, হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর।
৩৮	চেয়ারম্যান, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, আমার ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।	পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করায় চেয়ারম্যান, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	চেয়ারম্যান, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর।
৩৯	চেয়ারম্যান, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, আমাদের উপজেলা থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিদায় নিচ্ছেন। আপনার যেখানে যাচ্ছেন ভালো থাকবেন এবং আমাদের ভিতরে আপনাদের সাথে যদি কেউ খারাপ আচারন করে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ০৮ মাস আগে বিদ্যুৎ এর লাইন কেটে দেওয়ার পরও ৬,৩০০/- টাকার বিদ্যুৎ বিল দিয়েছেন। এই বিলের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।	গ্রাহকদের অতিরিক্ত বিলের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এজিএম মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব-জোনাল অফিস, জীবননগরকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	এজিএম, মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব-জোনাল অফিস, জীবননগর।
৪০	উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে, মুজিব শতবর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১,৭১,০০০/- (এক লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকা ও পরিবহন বাবদ ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা ব্যয় হবে। উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে ঘর করার জন্য বিভিন্ন উপজেলায় ঘরের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। জীবননগর উপজেলা থেকে ০২টি ঘর নির্মাণ করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	মুজিব শতবর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ জীবননগর উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে পরিষদের সকল সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ০২টি ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলী, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
৪১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নামে আমাদের এখানে অফিস নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন ১৭৪টি উপজেলায়	উক্ত আলোচনান্তে দীপক কুমার বসু, উপজেলা	চেয়ারম্যান, উপজেলা

	কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তারা ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকেন। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধিনে। উক্ত অফিসের দীপক কুমার বসু, উপজেলা ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে তিনি মাসিক সাধারণ সভায় সদস্য হতে চায়। মাসিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকলে বিভাগীয় কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। উক্ত বক্তব্যের সাথে পরিষদের সকল সদস্য একমত পোষণ করেন এবং দীপক কুমার বসু, উপজেলা ব্যবস্থাপক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে মাসিক সাধারণ সভায় কো-অপ্ট করার প্রস্তাব রাখেন।	ব্যবস্থাপক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন জীবননগরকে উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কো-অপ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
৪২	<u>উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হইতে ব্যয় সংক্রান্ত</u> ঃ (ক) ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসে জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা - মালি, ঝাড়ুদার ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী পদে নিয়োজিত কর্মচারীগণের মজুরী - উপজেলা পরিষদের সভা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়াম্যানগণের সভাসহ অন্যান্য সভা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাসহ অন্যান্য সভা এবং ভাইস-চেয়ারম্যানগণের সভাপতিত্বে গঠিত ১৭ (সতের) টি উপজেলা কমিটির সভার আপ্যায়ন - উপজেলা পরিষদের অফিস সামগ্রী ও স্টেশনারি দ্রব্যাদিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং উপজেলা পরিষদের ইন্টারনেট বাবদ বিল উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে ব্যয় করা হয়েছে - (০১) জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের সম্মানী ভাতা - ৪০,০০০.০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের সম্মানী ভাতা - ২৭,০০০.০০ (সাতাশ হাজার) টাকা মাত্র এবং জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এর ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের সম্মানী ভাতা - ২৭,০০০.০০ (সাতাশ হাজার) টাকা মাত্র।	(ক-১) উক্ত আলোচনান্তে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মানী ভাতা ও বাড়ী ভাড়া, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ধ) অনুচ্ছেদ এর "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী ও টিএ/ডিএ ভাতা" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলী, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
	(০২) জীবননগর উপজেলা পরিষদে খন্ডকালীন (দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে) মালি পদে নিয়োজিত কর্মচারীকে ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের মজুরী বাবদ - ১৪,৮৫০.০০ (চৌদ্দ হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র এবং জীবননগর উপজেলা পরিষদে খন্ডকালীন (দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে) ঝাড়ুদার পদে নিয়োজিত কর্মচারীকে ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের মজুরী বাবদ - ১৪,৮৫০.০০ (চৌদ্দ হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।	(০২) উক্ত মালি ও ঝাড়ুদার পদে নিয়োজিত কর্মচারী গণের মজুরী বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ত) অনুচ্ছেদ এর "মালি/ সুইপার নিয়োগ" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(০৩) জীবননগর উপজেলা পরিষদে মাষ্টাররোলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী পদে নিয়োজিত কর্মচারীকে ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের মজুরী বাবদ - ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র।	(০৩) উক্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী পদে নিয়োজিত কর্মচারীর মজুরী বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ভ) অনুচ্ছেদ এর "বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা" খাত হইতে	

		পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(০৪) ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের উপজেলা পরিষদের সভা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়াম্যানগণের সভাসহ অন্যান্য সভা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাসহ অন্যান্য সভা এবং ভাইস-চেয়ারম্যানগণের সভাপতিত্বে গঠিত ১৭ (সতের) টি উপজেলা কমিটির সভার আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ- ৩৭,৯৫৫.০০ (সাইত্রিশ হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকা মাত্র।	(০৪) উক্ত উপজেলা পরিষদের সভা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়াম্যানগণের সভাসহ অন্যান্য সভা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাসহ অন্যান্য সভা এবং ভাইস-চেয়ারম্যানগণের সভাপতিত্বে গঠিত ১৭ (সতের) টি উপজেলা কমিটির সভার আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(জ) অনুচ্ছেদ এর "আপ্যায়ন ব্যয়" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(০৫) ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের উপজেলা পরিষদের অফিস সামগ্রী ও স্টেশনারি দ্রব্যাদিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ- ৪,৯৮৫.০০ (চার হাজার নয়শত পঁচাশি) টাকা মাত্র।	(০৫) উক্ত অফিস আনুষঙ্গিক বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ঝ) অনুচ্ছেদ এর "আনুষঙ্গিক" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(০৬) ডিসেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের উপজেলা পরিষদের ইন্টারনেট বিলের ব্যয় বাবদ- ৪,৪০০.০০ (চার হাজার চারশত) টাকা মাত্র।	(০৬) উক্ত ইন্টারনেট বিল বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ট) অনুচ্ছেদ এর "বিদ্যুৎ/টেলিফোন বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, ইন্টারনেট বিল ইত্যাদি পরিশোধ" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(খ) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয়ের সিএ এর অফিসের ০৩টি স্টিল আলমারী আছে। আলমারী ০৩টি অনেক দিনের পুরাতন হওয়ায় জং পড়ে মরিচা ধরে কিছু কিছু জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিল যা মেরামতসহ নতুন করে রং করা হয় এবং তালাগুলি নষ্ট হওয়ার কারনে মেরামত করা হয়। আলমারীতে অফিসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ রেজিস্টার সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। সে মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে ০৩টি আলমারী মেরামতসহ রং, তালাগুলি মেরামত এবং মজুরী বাবদ- ১৩,৯৫০.০০	(খ) উক্ত আলমারী মেরামতসহ রং, তালাগুলি মেরামত এবং মজুরী বাবদ- ১৩,৯৫০.০০ (তের হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-	

	(তের হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র ব্যয় হয়েছে। উক্ত টাকা পরিশোধ করা প্রয়োজন মর্মে মাসিক সাধারন সভায় আলোচনা করলে পরিষদের সকল সদস্য একমত পোষন করেন এবং উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে ব্যয় করার জন্য সকল সদস্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন।	২০২০, ৩(ঞ) অনুচ্ছেদ এর "অফিস সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	(গ) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, মোঃ দুখু মিয়া, পিতা- মৃত ফকির চাঁদ মন্ডল, সাং- বেণীপুর ঘোষপাড়া, ওয়ার্ড নং- ০৯, ইউনিয়ন- সীমান্ত, উপজেলা- জীবননগর, জেলা- চুয়াডাঙ্গা। গত ০৭-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে গভীর রাতে বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটে তার বসত ঘর ও ঘরে থাকা নগদ টাকাসহ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র পুড়ে যায়। সে একজন অসহায় হতদরিদ্র মানুষ তার সহায়-সম্বল বলতে কিছুই নেই। এ অবস্থায় সে ফাঁকা জায়গায় পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সে একজন ক্ষুদ্র কাঁচামাল ব্যবসায়ী। তার নিজস্ব কোন বসত ভিটা নেই। পরের জমিতে বসত বাড়ী নির্মাণ করে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। সে অন্যের নিকট থেকে গরু-ছাগল পোষানী নিয়ে পালন করে। কিন্তু এখন তার আর কিছুই নেই। সে গত ০৯-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে আর্থিক সাহায্যের জন্য উপজেলা পরিষদ বরাবর আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে মাসিক সাধারন সভায় আলোচনা করলে পরিষদের সকল সদস্য একমত পোষন করেন এবং উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন।	(গ) উক্ত আলোচনান্তে পরিষদের সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা- ২০২০, ৩(ঘ) অনুচ্ছেদ এর "অপ্রত্যাশিত" খাত হইতে মোঃ দুখু মিয়া, পিতা- মৃত ফকির চাঁদ মন্ডল, সাং- বেণীপুর ঘোষপাড়া, ওয়ার্ড নং- ০৯, ইউনিয়ন- সীমান্ত, উপজেলা- জীবননগর, জেলা- চুয়াডাঙ্গাকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা মাত্র আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	(ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর বলেন যে, মোছাঃ রহিমা খাতুন, স্বামী- মৃত শনু শিকদার, সাং- মিনাজপুর মাঠপাড়া, ওয়ার্ড নং- ০১, ইউনিয়ন- বাঁকা, উপজেলা- জীবননগর, জেলা- চুয়াডাঙ্গা। গত ১৩-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে দিনের বেলায় বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটে আগুন লেগে তিনটি ছাগল, একটি করিমন গাড়ী ও ঘরের সকল মালামাল পুড়ে যায়। সে একজন অসহায় হতদরিদ্র মানুষ, তার সহায়-সম্বল বলতে কিছুই নেই। এ অবস্থায় সে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সে গত ০৭-০১-২০২১খ্রিঃ তারিখে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে মাসিক সাধারন সভায় আলোচনা করলে পরিষদের সকল সদস্য একমত পোষন করেন এবং উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন।	(ঘ) উক্ত আলোচনান্তে পরিষদের সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা- ২০২০, ৩(ঘ) অনুচ্ছেদ এর "অপ্রত্যাশিত" খাত হইতে মোছাঃ রহিমা খাতুন, স্বামী- মৃত শনু শিকদার, সাং- মিনাজপুর মাঠপাড়া, ওয়ার্ড নং- ০১, ইউনিয়ন- বাঁকা, উপজেলা- জীবননগর, জেলা- চুয়াডাঙ্গাকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	(ঙ) উপজেলা প্রকৌশলী বলেন যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের বাসভবন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জীবননগর উপজেলায় ১০জন আনছার মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় আনছারদের থাকার জন্য দ্রুত নতুন ভবন তৈরী করা হবে। নতুন ভবন নির্মাণের জায়গা নির্ধারণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় নির্দেশনা দিয়েছেন। নতুন ভবন করার	(ঙ) উক্ত কোয়াটারের পানির লাইনের মালামাল ক্রয় ও মিস্ত্রি মজুরি বাবদ- ২৪,৯৫৫.০০ (চব্বিশ হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকা

	আগে আনছারদের থাকার জন্য উপজেলা পরিষদের গেজেটেড কোয়াটারে (তিস্তা) থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কোয়াটারের পানির লাইনের মালামাল অকেজ হওয়ায় পানি সাপ্লায় এর সমস্যা দেখা দেয় যার কারনে দ্রুত মালামাল ক্রয় করে পানির লাইন সচল করা হয় এবং কোয়াটারের বিদ্যুৎ এর লাইনের সমস্যা দেখা দেওয়ায় তারসহ টুকিটাকি কিছু মাল ক্রয় করে লাইন সচল করা হয়। সে মোতাবেক পানির লাইনের মালামাল ক্রয় ও মিস্ত্রি মজুরি বাবদ- ২৪,৯৫৫.০০ (চব্বিশ হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকা মাত্র এবং বিদ্যুৎ এর লাইনের মালামাল ক্রয় ও মিস্ত্রি মজুরি বাবদ- ১১,০৭০.০০ (এগার হাজার সত্তর) টাকা মাত্র ব্যয় হয়েছে। উক্ত কাজগুলির মালামাল ক্রয় ও মিস্ত্রি মজুরির টাকা পরিশোধ করা প্রয়োজন মর্মে মাসিক সাধারন সভায় আলোচনা করলে পরিষদের সকল সদস্য একমত পোষন করেন এবং উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে ব্যয় করার জন্য সকল সদস্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন।	মাত্র। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ট) অনুচ্ছেদ এর "পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ/ মেরামত" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিদ্যুৎ এর লাইনের মালামাল ক্রয় ও মিস্ত্রি মজুরি বাবদ- ১১,০৭০.০০ (এগার হাজার সত্তর) টাকা মাত্র। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ক) অনুচ্ছেদ এর "উপজেলা পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ/রংকরণ" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় আলোচিত বিষয়ের চুম্বক অংশগুলির প্রতি পুনঃ আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। স্থায়ী কমিটিগুলির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/সদস্য-সচিবগণকে অনুরোধ জানান। গ্রাহকদের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সহকারি জেনারেল ম্যানেজার, মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব-জোনাল অফিস, জীবননগরকে অনুরোধ করা হয়। যে সকল ইউনিয়নে ইটের ভাটা আছে যারা ইউনিয়ন পরিষদে ট্যাক্স দেয় না সে সকল মালিকদের কাছে বিধি মোতাবেক চিঠি প্রদানের জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের অনুরোধ করা হয়। ২০২০-২১খ্রিঃ অর্থবছরে এডিপি তহবিল এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত করে দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়। বিশ্বব্যপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) যে ভাবে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তাতে করে আমাদের উচিত হবে অবশ্যই মুখে মাস্ক ব্যবহার করা, নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত-পা ধৌত করা, সামাজিক দুরুত্ব মেনে চলা। খুব প্রয়োজন না হলে বাসার বাইরে না যাওয়া। গরম পানি খাওয়া। ভিটামিন সি জাতীয় ফল বেশী করে খাওয়া। আর নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। সরকারী ঘোষিত নিয়ম কানুন মেনে চলাসহ আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে উপজেলা বাসীর প্রতি আমার অনুরোধ রইল।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/১/২০২১

(মোঃ হাফিজুর রহমান)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
☎ ০৭৬২৪-৭৫২৭৭
uzcjibannagar@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

স্মারক নং ঃ ০৫.৪৪.১৮৫৫.০০০.০৬.০০১.২০২০-৬২(৫০) তারিখ ঃ ১৭-০১-২০২১খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো ঃ

০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা- ২ ।
০২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
০৪। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো ঃ

০৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৬। মেয়র, জীবননগর পৌরসভা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৭। ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৮। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৯। চেয়ারম্যান .... ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
১০। উপজেলা .... অফিসার, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা ।
১১। ০১ নং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
১২। জনাব .... জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

১৭/১/২০২১

(এস. এম. মুনিম লিংকন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
☎ ০৭৬২৪-৭৫০০১
unojibannagar@mopa.gov.bd